দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৭ ঈসায়ী

শরীয়তের আহকাম আর্কাইভ-২০১৭

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের

নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৭ ঈসায়ী

সূচীপত্র

তাওহিদঃ সকল মূলনীতির চূড়ান্ত মূলনীতি - শায়খ মাকদিসি..... ৪

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার করা কি শরীয়ত বিরোধী??.....১১

প্রশ্ন - খলিফা ছাড়া কোন জিহাদ নাই। যেহেতু এখন খলিফা বা ইমাম নাই তাই এখন জিহাদ ও নাই।.....১৪

কোন ধরণের ফাসেককে জিহাদে নেয়া নিষেধ??..... ১৯

হিন্দুদের বাড়ি-ঘর মুসলমানদের চেয়ে উঁচু হতে পারবে না!!.....২৬

অমুসলিমেরা যদি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানায় তখন এর প্রত্যুত্তর দেওয়া যাবে কি?.....২৮

তাওহিদঃ সকল মূলনীতির চূড়ান্ত মূলনীতি - শায়খ মাকদিসি

Umar Abdur Rahman

Guest

০৩-৩০-২০১৭

তাওহিদ হল সকল মূলনীতির চূড়ান্ত মূলনীতি, যে মূলনীতি লংঘন করে, সে গন্তব্যে পৌঁছতে পারে না।

তাওহিদের গুরুত্বের কারণে এবং যেহেতু তাওহিদই আমাদের নিকট সর্বপ্রথম ও সার্বক্ষণিক, তাই আমরা আরেকবার এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, আমরা নবী সা: এর অনুসরণ করত: তাওহিদের বিষয় বারবার গুরুত্ব সহকারে বলার কারণে কতিপয় লোক আমাদেরকে তা থেকে ফিরানোর হীন চেষ্টা করছে। তাদের দাবি হল, উম্মাহ মুওয়াহহিদ (তাওহিদে বিশ্বাসী), তাই তাদেরকে তাওহিদের দাওয়াত দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

কোন সন্দেহ নেই যে, এই প্রলাপ বাক্যই একটি গুরুত্ব সৃষ্টিকারী, যা অনেক দায়ি ও মুজাহিদদের জন্য তাওহিদ পর্যালোচনা করা, বোঝা ও তার বিপরীত শিরকগুলো জানার প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়ে দেয়।

বিশেষ করে সমকালীন বিভিন্ন শিরকের স্বরূপ, যা বর্তমানে আমাদের ব্যক্তি ও সমাজের মধ্য ছড়িয়ে পড়েছে।

শুধুমাত্র দুই প্রকার ব্যক্তিই এর গুরুত্বকে খাটো করে দেখতে পারে:

এক. তাওহিদের প্রকৃত তত্ত্ব ও ইসলাম ধর্মে তার উচ্চ মর্যাদার ব্যাপারে অজ্ঞ ব্যক্তি।

দুই. চলমান বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তি, যে মানুষ, সমাজ ও সমাজের মাঝে যে তাওহিদ বিরোধী আধুনিক শিরকসমূহ ছড়িয়ে আছে, তার সম্পর্কে জানে না।

তাওহিদের প্রকৃত তত্ত্ব ও ইসলামে তার উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে আমরা সর্বদাই বলে থাকি। পূর্বেও অনেক বার, বারবার এব্যাপারে আলোচনা করেছি, কথা বলেছি এবং অব্যাহতভাবে বলবো ইংশাআল্লাহ।

আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে, তাওহিদ হল দ্বীনের সকল মূলনীতির মূলনীতি এবং তার সুদৃঢ় স্তম্ভ, যা ব্যতিত ইসলাম দাঁড়াতেই পারবে না।

তাই এটা ব্যতিত আমল, ইবাদত, কুরবানী, দাওয়াত, জিহাদ ও অন্য কোন কিছুই গ্রহণযোগ্য হবে না।

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির শ্রেষ্ঠ জামাত নবীদের সম্পর্কে বলেন:

ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"এটা আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াত, যার মাধ্যমে তিনি বান্দাদের মধ্য হতে যাকে চান সরল পথে পৌঁছে দেন।

তারা যদি শিরক করত, তবে তাদের সমস্ত (সৎ) কর্ম নিষ্ফল হয়ে যেত।"

যারা তাওহিদ বিশ্বাস করা ব্যতিত আমল করত, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا

"তারা (দুনিয়ায়) যা কিছু আমল করেছে, আমি তার ফায়সালা করতে আসব এবং সেগুলোকে শুণ্যে বিক্ষিপ্ত ধুলোবালি (-এর মত মূল্যহীন) করে দিব।"

তাওহিদ ব্যতিত না মুক্তি মিলবে এবং না আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতে পৌঁছা সম্ভব হবে। তাই এটা হল সুদৃঢ় হাতল, যার সাথে আল্লাহ মুক্তিকে সম্পৃক্ত করেছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا

“দ্বীনের বিষয়ে কোন জবরদস্তি নেই। হিদায়াতের পথ গোমরাহী থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। এর পর যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, সে এক মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরল, যা ভেঙ্গে যাওার কোন আশঙ্কা নেই।”

বর্তমানে অনেক মানুষ যে তাওহিদ ভঙ্গকারী বিষয়সমূহে লিপ্ত, মজবুত হাতলের ব্যাপারে অজ্ঞ, সংশয়গ্রস্ত অথবা অতিরঞ্জন ও শিথিলতার মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছে তা বোঝার জন্য একজন ব্যক্তির ঐ সকল আলেমদের কথা চিন্তা করাই যথেষ্ট, যারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়ে অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করেছে, তাগুতদের ধর্মে নিজেরা গ্রহণ করে অন্যদেরকেও তা গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করছে।

আর যারা এই তাগুতদের ধর্ম থেকে বের হয়ে যাচ্ছে তাদেরকে খারেজী, সন্ত্রাসী অপবাদ দিচ্ছে এবং এর উপর ভিত্তি করে ফাতওয়া দিচ্ছে:

“তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, তাদেরকে কারারুদ্ধ করা ও নিশ্চিহ্ন করা ওয়াজিব”।

মুরজিয়া, মাদখালী ও জামি গোষ্ঠীগুলোর দিকে তাকালেও যথেষ্ট হবে, কিভাবে তারা তাগুতদের ধর্ম গ্রহণ করেছে, তাদেরকে বায়আত দিয়েছে, নিজেদের পাগলামীর ফসল তাদের ঘরে তুলছে। ফলে তারা তাদের অনুগত সৈনিক ও একনিষ্ঠ গুপ্তচরে পরিণত হয়েছে।

এমনকি তাদের অনেকে তাগুতদের সিংহাসন রক্ষায় তাদের সেনাবাহিনী, নিরাপত্তাবাহিনী ও মুখপাত্রদের থেকেও অধিক নিষ্ঠাবান ও উপকারী বন্ধুর ভূমিকা পালন করছে।

ফলে তাগুতদের সেনাবাহিনী ও সৈন্যরা আঘাত করে তাদের তরবারী ও ক্ষমতা দ্বারা এবং মানুষকে তাগুতি আইনের অনুগত করে।

আর তারা আঘাত করে শরীয়তের তরবারী দ্বারা এবং তাদের ধারণা অনুযায়ী মানুষকে তার শাসনের অনুগত করে, তাগুতের ধর্ম গ্রহণ করতে আহ্বান করে।

এক্ষেত্রে তারা ওহীর দলিলগুলোকে বিকৃত করে এবং সালাফের উক্তিগুলোকে অপাত্রে রেখে নিজেদের পক্ষে প্রমাণ পেশ করে।

আর মানুষ শরীয়তের নামে তাদের কথা মানছে, তাদের অনুসরণ করছে। এভাবে তারা নিজস্ব পথভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তি দ্বারা শরীয়তের চেহারাই বিকৃত করে দিচ্ছে।

ঐ সকল লোকদের অবস্থা চিন্তা করাও যথেষ্ট, যারা নিজেদের তাওহিদের উপলব্ধি থেকে আধুনিক প্রতিমালয় তথা শিরকী পার্লামেন্টে অংশগ্রহণের নিষেধাজ্ঞা বুঝতে পারেনি এবং বুঝতে পারেনি তার অনুসারীদেরকে আইন রচনাকারী প্রভু বানানোর নিষেধাজ্ঞাও।
অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয়, না সেই এক আল্লাহ, যার ক্ষমতা সর্বব্যাপি?

তাকে ছেড়ে তোমরা যার ইবাদত করো, তার সারবত্তা কতগুলো নামের বেশি কিছু নয়, যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদাগণ রেখে দিয়েছো।

আল্লাহ তার পক্ষে কোনও দলিল নাযিল করেননি। হুকুম দানের ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নেই। তিনিই এ হুকুম দিয়েছেন যে, তোমরা তার ভিন্ন অন্য কারো ইবাদত করো না। এটাই সরল-সোজা পথ, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।"

ফলে অনেক মানুষ তাদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে, তাদেরকে অনুসরণ করেছে, সাহায্য করেছে এবং তাদেরকে এই আধুনিক প্রতিমালয়ের (পার্লামেন্ট) সদস্য হিসাবে মনোনিত করছে।

ঐ সকল নামধারী মুসলিমদের অবস্থাও চিন্তা করা উচিত, চাই তারা ব্যক্তি হোক বা গ্রুপ হোক! কিভাবে তারা তাওহিদ থেকে একথা বুঝতে পারছে না যে, তাগুতদের সাহায্য করা, তাদের আইন-কানুনের পাহাদারী করা এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কাফেরদেরকে ঐ সকল শ্রেষ্ঠ মুজাহিদদের বিরুদ্ধে সহযোগীতা করা হারাম, যারা

শরীয়তের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এবং শাসনকর্তৃত্বে আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছে।

ফলে আমরা অনেক লম্বা শ্মশ্রুমন্ডিত ও নামধারী দায়িদেরকে দেখতে পাচ্ছি, যারা তাগুতি সৈন্যবাহিনী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী সেনাবাহিনীতে ভর্তি হচ্ছে।

তারা এই আইনের সৈনিক, মুখপাত্র, গোয়েন্দা, নিরাপত্তাকর্মী ইত্যাদি হয়ে সন্তুষ্ট। তারা আল্লাহর তাওহিদ থেকে এগুলোর নিষেধাজ্ঞা বুঝতে পারেনি।

অথচ যে বুঝে তার নিকট এগুলো স্পষ্ট তাওহিদ ভঙ্গকারী বিষয়।

ঐসকল শায়খ ও তালিবুল ইলমদের অবস্থাও চিন্তা করা উচিত, যারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী তাগুতগোষ্ঠী ও আল্লাহর বিধান ব্যতিত ভিন্ন বিধানে শাসনকারীদের পক্ষে বিতর্ক করে। যাদের তাওহিদ ও তার মজবুত হাতল তাদেরকে বাঁধা দিচ্ছে না আল্লাহর আইনের বিপরিত শাসনকারীদেরকে তোষামোদ করতে এবং তাদের কুফরকে ছোট কুফর বলে হালকা ও সহজ করে দিতে।

এভাবে তারা আল্লাহর বিধান ব্যতিত ভিন্ন বিধানে শাসন পরিচালনাকারী, কুফরের পাহারা দানকারী, কাফেরদের পৃষ্ঠপোষকতাকারী, মুসলিমদের সাথে শত্রুতাকারী, আল্লাহ ব্যতিত অন্যদেরকে শাসকরূপে গ্রহণকারী এবং আল্লাহর দ্বীন ব্যতিত অন্য কিছুকে আদর্শরূপে গ্রহণকারীদের সকল অপরাধগুলোকে এমন গুনাহ বলছে, যা ধর্ম থেকে বের করে না।

ফলে এক্ষত্রে তারা ঐ সকল ইহুদীদের সাদৃশ্য গ্রহণ করেছে, যারা শরীয়তের শাসন কার্যকর করতে অস্বীকার করেছিল এবং তার বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। আর এই গুনাহকে তুচ্ছ মনে করেছিল-

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

“তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ দেওয়া হয়েছিল। তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকে ডাকা হয়, যাতে তা তাদের মধ্যে মিমাংসা করে দেয়।

তথাপি তাদের একদল উপেক্ষার সাথে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তা একারণে যে, তারা বলে থাকে, আগুন কখনোই আমাদেরকে দিন কতকের বেশি স্পর্শ করবে না।"

ইহুদীরা তাদের গো-বৎসের ইবাদতকে ছোট কুফর মনে করেছে, তাই তারা দাবি করেছে যে, তারা মাত্র চল্লিশ দিন জাহান্নামে অবস্থান করবে, অর্থাৎ যে ক'দিন তারা তার ইবাদত করেছে।

এভাবে তারা অনেক শিরকী ও কুফরীকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছে, ফলে তা তাদেরকে আল্লাহর বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে দু:সাহসী করে তুলেছে।

অনুরূপ এসকল জিহাদ পরিত্যাগকারি পেছনে বসে থাকা লোকেরাও (খাওয়ালিফ) তাওহিদ বুঝতে পারেনি। তারা দাবি করে, আল্লাহর বিধান ব্যতিত ভিন্ন বিধানের অনুসারীরা -যারা আর গো-বৎসের পূজারীরা এক সমান- তাদের এই শিরক নাকি ছোট কুফর।

তাদের নিকট তাওহিদ কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে, তাদের সাহায্য করতে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সমর্থন করতে বাঁধা দেয় না।

যে এদের অবস্থা ও ঐ সকল লোকদের অবস্থা চিন্তা করবে এবং এই মাসাআলায় (যা মুসলমানদের নিকট তাওহিদের প্রাথমিক জ্ঞান হওয়া উচিত) যারা আমাদের সাথে বিতর্ক করে, তাদের অবস্থা চিন্তা করবে সে বুঝতে পারবে তাওহিদের ব্যাপারে কথা বলার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং তার দিকে দাওয়াত দেওয়া, বারবার তা আলোচনা করা, উম্মাহর তা বুঝা ও তার বিপরীত সমসাময়িক শিরকগুলো জানার আবশ্যকীয়তা বুঝতে পারবে, যার মধ্যে অনেক মানুষ দলীয়ভাবে এবং এককভাবে প্রবেশ করছে।

যে লোক তাওহিদ বুঝে, বর্তমান বাস্তবতা জানে এবং আধুনিক শিরকগুলো সম্পর্কে ধারণা রাখে, সে আমাদের এই কথাগুলোতে আশ্চার্যান্বিত হবে না বা তাকে নতুন কিছু মনে করবে না।

আল্লাহ তা'আলা শায়খ ইবনে তাইমিয়া রহ:এর প্রতি রহম করুন, তিনি বলেন:

এই শিরক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, এমনকি পুরো পৃথিবী ছেয়ে গেছে। আর অল্পসংখ্যক (গুরাবা) অপরিচিত লোকই কেবল তার বিরোধিতা করছে। কিন্তু তাদের সংখ্যা অল্পের মধ্যেও অল্প, যাদের কথা কেউ শোনে না, কেউ মানে না।

হে আল্লাহ আমাদেরকে ঐ সকল গুরাবাদের অন্তর্ভূক্ত করুন, যারা স্বীয় তাওহিদকে আঁকড়ে ধরেছে, তার দিকে দাওয়াত দিচ্ছে, তার ভিত্তিতে যুদ্ধ করছে আর শিরক ও মুশরিকদের ব্যাপারে সতর্ক করছে এবং তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করছে, যে পর্যন্ত না আমরা আপনার সাক্ষাৎ লাভ করি।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৫৮৯৬

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমর বিল মা'রুফ ও নাহি আনিল মুনকার করা কি শরীয়ত বিরোধী??

Ahmad Al-hindi

Member

০৪-১৩-২০১৭

ফুরফুরার পীর সাহেব (এবং তার মতো আরো অনেকে) বলতে চান, 'নিজের উপর ঝুঁকির আশঙ্খা থাকলে আমর বিল মা'রুফ এবং নাহি আনিল মুনকার করার কোন বিধান ইসলামী শরীয়তে নেই।'

এই ধরণের বক্তব্য কুরআন হাদীস ও ফুকাহায়ে কেরামের অভিমতের সম্পূর্ণ পরিপন্থি।

কুরআন:

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَابُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

(হে আমার প্রিয় বৎস, সালাত কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ দাও, অসৎকাজে নিষেধ কর এবং তোমার উপর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্য ধর। নিশ্চয় এগুলো অন্যতম দৃঢ় সংকল্পের কাজ'।)[লোকমান ১৭]

আল্লাহ তাআলা আদেশ দিচ্ছেন, তোমরা আমর বিল মা'রুফ ও নাহি আনিল মুনকার কর। তবে তা করতে গেলে ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হবে। বিপদাপদ ধেয়ে আসবে। তখন তোমরা সেগুলো সবরের সাথে বরদাশত করবে। তবু আমর বিল মা'রুফ ও নাহি আনিল মুনকার ছাড়বে না। এটাই দৃঢ়চিত্তের কাজ। আর বিপদের আশঙ্খায় আমর বিল মা'রুফ ও নাহি আনিল মুনকার না করা ক্ষেত্রবিশেষে জায়েয হলেও কুরআনে কারীমের ঘোষণা মতে তা দৃঢ়চিত্তের কাজ নয়।

হাদীস:

এক হাদীসে বলা হয়েছে,

أفضلُ الجهاد كلمةُ عدلٍ عند سُلطانٍ جائرٍ

‘সর্বোত্তম জিহাদ হল জালিম শাসকের সামনে হক কথা বলা’। (সুনানে তিরমিযি, সুনানে আবু দাউদ)

জালিম শাসকরে সামনে হক কথা বলাকে সর্বোত্তম জিহাদ বলা হয়েছে ঐ অবস্থায় যখন মৃত্যু প্রায় নিশ্চিত থাকে। যেমন অন্য এক হাদীসে এসেছে,

عن أبي عُبيدة بن الجراح ، قال : قلتُ : يا رسول الله ، أيُّ الشُّهداءِ أكرم على الله ؟ قال : ((رجلٌ قام إلى إمامٍ جائرٍ، فأمره بمعروفٍ ، ونهاه عن المنكر فقتله))

“হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাদি. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত শহীদ কোন ব্যক্তি? তিনি উত্তর দিলেন, ঐ ব্যক্তি যে কোন জালিম ইমামের সামনে গিয়ে তাকে আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার করে; ফলে তাকে হত্যা করে দেয়া হয়।” (মুসনাদে বাযযার)

এখানে শুধু দু’টি হাদীসই উল্লেখ করলাম। অনেক হাদীসে জীবনের ঝুঁকি থাকা সত্তেও আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ে মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও জালিমের সামনে হক কথা বলা এবং তাকে আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার করাকে সর্বোত্তম জিহাদ বলা হয়েছে। এ কাজে জালিমের হাতে যে মৃত্যবরণ করে- তাকে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত শহীদ বলা হয়েছে।

ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য:

‘আল-মুহিতুল বুরহানী’(৫/৩৭১) তে বলা হয়েছে,

فقالوا: من أراد أن ينهى قوماً من فساق المسلمين عن منكر، وكان من غالب رأيه أنه يقتل لأجل ذلك، ولا ينكي فيه نكاية بضرب أو ما أشبهه، فإنه لا بأس بالإقدام عليه، وهو العزيمة، وإن كان يجوزله أن يترخص بالسكوت

“ফুকাহায়ে কেরাম বলেন: যে ব্যক্তি একদল পাপাচারি মুসলিমকে কোন অন্যায় কাজ হতে বাঁধা দিতে চায়, আর তার প্রবল ধারণা হয়, এতে সে হত্যার শিকার

হতে পারে, আর সে তাদেরকে মারও দিতে পারবে না বা এরকম কোন ক্ষতিও করতে পারবে না, তথাপি এই পদক্ষেপ নেওয়াতে তার কোন গুনাহ হবে না। বরং এটা হল আযিমত (দৃঢ়তা), যদিও তার জন্য চুপ করে থাকার অনুমতিও আছে।”

ফতোয়া আলমগীরিতে(৫/৩৫৩) বলা হয়েছে,

إذا استقبله الأمر بالمعروف وخشي أن لو أقدم عليه قتل فإن أقدم عليه وقتل يكون شهيدا كذا في التتارخانية.

“যদি সৎকাজে আদেশ দানের সম্মুখীন হয়, আর তার আশঙ্কা হয়, এতে লিপ্ত হলে তাকে হত্যা করা হবে- এমতাবস্থায় সে যদি এতে লিপ্ত হয় এবং এ কারণে নিহত হয়, তাহলে সে শহিদ হবে। যেমনটা তাতারখানিয়ায় রয়েছে।”

যাহোক, বিস্তারিত আলাচনা উদ্দেশ্য নয়। এমন ধরণের কথা যে সম্পূর্ণ শরীয়ত বিরোধী তা দেখানোই উদ্দেশ্য। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সহীহ বুঝ দান করুন। সকল ফিতনা থকে হিফাজত করুন। আমীন!

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৬১৯০

প্রশ্ন – খলিফা ছাড়া কোন জিহাদ নাই। যেহেতু এখন খলিফা বা ইমাম নাই তাই এখন জিহাদ ও নাই।

umar mukhtar

Senior Member

০৯-২৪-২০১৬

#প্রশ্ন – খলিফা ছাড়া কোন জিহাদ নাই। কারন হাদিসে আছে ইমাম হচ্ছেন ঢাল স্বরুপ, তার পিছনে থেকে যুদ্ধ করা হয়। যেহেতু এখন খলিফা বা ইমাম নাই তাই এখন জিহাদ ও নাই। তাহলে কেন আপনার মতো জঙ্গিরা জিহাদ-জিহাদ করে ফিতনা সৃষ্টি করছে? [নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক]

.

#উত্তর - বর্তমান সময়ে অনেকেই ফরযে আইন জিহাদ তরক করা, পিছনে বসে এসি রুমে হাল্*কা করা, আলেমদের কিছু কিছু কথায় বিভ্রান্ত হয়ে যান। জিহাদবিমুখ পেছনে বসে থাকাদের সাথে বসে থাকা এসব আলিম, দা'ই, মুফতি, এবং সেলিব্রিটিদের ব্যভৃত যুক্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম যুক্তি হল-

.

যেহেতু খলিফা নাই, তাই জিহাদ নাই। আর যেহেতু এখন জিহাদ নাই তাই জিহাদের নামে যা হচ্ছে তা ফিতনা। আর যেহেতু এটা ফিতনা তাই আমাদের এ থেকে দূরে থাকলেই শুধু হবে না। এর বিরোধিতাও করতে হবে। আর এই যুক্তির দুষ্টচক্রের মধ্যে পড়ে তারা শুধু জিহাদবিমুখতায় থেমে থাকেন না, তারা জিহাদবিরোধিতায় পতিত হন। শুধু বসে থাকাদের সাথে বসে থাকায় তাদের গোমরাহি সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের কার্যক্রম ইসলামের শত্রুদের সহায়তা করার পর্যায়ে পৌছে যায়।

.যদি জিজ্ঞাসা করা হয়ঃ হুজুর, (দুঃখিত,'হে শায়েখ') জিহাদের জন্য খলিফা শর্ত- এটা কিভাবে বের হলো? এর দলীল কি?

.এই ক্ষেত্রে তাদের অন্যতম দলীল হচ্ছে একটি হাদিস। আর কিছু ভালভাবে না জানলেও দেখা যায় এই হাদিসটি 'পিছনে বসে থাকা দলটি' খুব ভালোভাবে মনে রাখে, তা হচ্ছেঃ "নিশ্চয়ই ইমাম হচ্ছেন ঢাল স্বরুপ, **الإمام جنة يقاتل من ورائه**"

তার পিছনে থেকে যুদ্ধ করা হয়।” [সহীহ মুসলিম]

.

মুরজিয়া শ্রেণী, ইরজাগ্রস্থ ব্যক্তিত্ব, দরবারী আলেম, অন্ধ মাদখালী কিংবা জিহাদবিরোধী অন্যান্য গোষ্ঠীর কাছে পিছনে বসে থাকার জন্য এই হাদিসের অপব্যবহার একটা অন্যতম হাতিয়ার। তাই এই হাদিসের ব্যাপারে একটু যাচাই-বাছাই করা জরুরী।

.

আমরা বলিঃ জ্বি, আলহামদুলিল্লাহ। হাদিসটি উত্তম একটি হাদিস। এর শিক্ষাটা খুবই বাস্তবসম্মত। মুসলিমদের জন্য ইমাম বা খলিফা হচ্ছেন, তাদের জন্য ঢালস্বরুপ। খলিফার পিছনে থেকে, তার নির্দেশ ও পরিকল্পণায় জিহাদ হবে। তার কাছে উম্মাহ নিরাপত্তা পাবে। কোথাও কাফিররা আক্রমণ করলে অথবা কেউ নির্যাতিত হলে, খলিফা তাকে নিরাপত্তা দিবেন। কিন্তু আফসোস আমরা সেই রকম ইমামের অধীন এখন নেই। এর জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করা উচিত।

.কিন্তু ভাই, এই হাদিস থেকে সলফে সালেহীনদের কেউ কি জিহাদের কোন শর্ত বের করেছেন যে, জিহাদের জন্য একজন খলিফা / ইমাম এর উপস্থিতি শর্ত? খলিফা না থাকলে, কাউকে আমীর নিযুক্ত করে জিহাদ করা যাবে না?

.যদি সালাফরা এ রকম কোন শর্ত বের না করে থাকেন, তাহলে এই যুগে মহিলাদের সাথে পিছনে বসে থাকা কোন আলেম কি এ রকম নতুন একটি শর্ত জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর সাথে জুড়ে দিতে পারবে? না, অবশ্যই না।

.আর মজার ব্যাপার হচ্ছে, ‘ইমাম ঢাল স্বরুপ’ কথাটা শুধু জিহাদ ও ক্বিতালের ব্যাপারে উল্লেখ হয়নি!! বরং নামাজের ইমামের ব্যাপারেও একই শব্দে ‘ইমাম ঢাল স্বরুপ’ কথাটা এসেছে। সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছেঃ

.

وفي صحيح مُسْلِم عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيّ ﷺ، قَالَ: إنما الإمام جنة، فإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً، وإذا قَالَ :سَمِعَ الله لمن حمده ، فقولوا : اللهم ربنا لَكَ الحمد

অর্থাৎ, ‘ইমাম হচ্ছেন ঢাল স্বরুপ। যদি তিনি বসে নামাজ পড়েন, তবে তোমরাও বসে নামাজ পড়ো। যখন তিনি বলেন, ‘সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ’, তখন

তোমরা বলোঃ ‘আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ্*’।

.একইভাবে জাবির (রাঃ) থেকে ইমাম দারাকুতনী (রঃ) হাদিস বর্ণনা করেছেনঃ

.

إنما الإمام جنة فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا - أخرجه الدارقطنى (1/423. (

অর্থাৎ, ‘ইমাম ঢাল স্বরুপ, যখন তিনি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়েন, তোমরাও দাঁড়িয়ে পড়ো। যখন তিনি বসে নামাজ পড়েন তখন তোমরা বসে নামাজ পড়ো’।

এখন জিহাদ বিমুখ ব্যক্তিরা কি এটা বলবে, যে এই হাদিসগুলোও খলিফার উপস্থিতির সাথে খাছ??

.

এখন কি দাঁড়িয়ে নামাজের জন্য খলিফার উপস্থিতিকে কেউ শর্ত বানিয়ে নিবে?

.

এখন কি বসে নামাজের জন্য খলিফার উপস্থিতিকে কেউ শর্ত বানিয়ে নিবে?

.

এখন কি নামাজে ‘আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ্*’ বলার জন্য কেউ খলিফার উপস্থিতিকে কেউ শর্ত বানিয়ে নিবে?

.

আজব তাদের যুক্তি! আজব তাদের দলীল! আজব তাদের ফিকহ!!

.

পিছনে বসে থাকা ব্যক্তিরা নিশ্চয়ই এখন বলবে, ‘না, এই হাদিসে তো নামাজের ইমামের ব্যাপারে বলা হয়েছে’। আমরাও এটাই বলি। জ্বি, ঐ হাদিসেও জিহাদের ইমাম / নেতা / কমান্ডারের কথা বলা হয়েছে। ঐ হাদিসটিকে খলিফার সাথে খাছ করা হয় নি। এর দ্বারা মুজাহিদগণের আমীর কিংবা সারিয়ার আমীর ইত্যাদি উদ্দেশ্য করা হয়েছে যাদের আনুগত্যের ব্যাপারে একাধিক হাদিস এসেছে।

.

এ কারণেই, এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে হাজার (রঃ) ফাতহুল বা’রীতে উল্লেখ করেছেন,

.

وقوله إنما الإمام جنة بضم الجيم أي سترة لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين - ويكف أذى بعضهم عن بعض والمراد بالامام كل قائم بأمور الناس والله أعلم

فتح الباري - ابن حجر

অর্থাৎ, ‘এর অর্থ হচ্ছে, ইমাম হচ্ছেন জামার মতো, কারণ তিনি শত্রুদেরকে মুসলিমদের ক্ষতি করা থেকে বিরত রাখেন এবং এক মুসলিম অন্য মুসলিমকে ক্ষতি করা থেকেও বিরত রাখেন। আর ইমাম দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ মানুষের উপর দায়িত্বশীল প্রত্যেক ব্যক্তি, আল্লাহু আ’লাম’।

.

তাই, হাদিসের উল্লেখিত ‘ইমাম’ শব্দকে শুধু খলিফার সাথে খাস করাটা জিহাদ থেকে পিছনে বসে থাকা ব্যক্তিদের একটি মারাত্বক ভুল!! এর দ্বারা তারা নিজেদেরকে প্রতারিত করতে পারবেন কিন্তু আল্লাহ্*র দ্বীনের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহু আ’লাম।

তাই জিহাদের কথা বলা ফিতনা না, যখন আল্লাহ নিজেই তাঁর নবীকে ﷺ বলেছেন -অতএব তুমি আল্লাহর রাস্তায় ক্বিতাল কর। তুমি শুধু তোমার নিজের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং মুমিনদেরকে উদ্বুদ্ধ কর। আশা করা যায় আল্লাহ অচিরেই কাফিরদের শক্তি প্রতিহত করবেন। আর আল্লাহ শক্তিতে প্রবলতর এবং শাস্তিদানে কঠোরতর। [আন-নিসা, ৮৪]

.

বরং ফরয তরক করাটাই ফিতনা, দ্বীনের ফরয বিধান ছেড়ে বসে থাকা এবং এর পক্ষে অজুহাত তৈরি করাটাই ফিতনা, হাদিসের ভুল ব্যাখ্যা করাটাই ফিতনা, কাফির-মুশরিকদের পদাবনত হওয়াটাই ফিতনা, আল্লাহর আইনের বদলে মানবরচিত আইনের অধীনে বসবাস করাটাই ফিতনা, আল্লাহর বদলে আল্লাহর সৃষ্টিকে অধিক ভয় করাটাই ফিতনা, নির্যাতিত মুসলিমদের সাহায্য না করা এবং নিজের নিষ্ক্রিয়তাকে জায়েজ করার চেষ্টাই ফিতনা, নিশ্চয় মুসলিমরা দুর্বল এবং কাফিররা মুসলিমদের উপর ক্ষমতাসীন হওয়াটাই ফিতনা - নিশ্চয় শিরক সবচেয়ে বড় ফিতনা, আর যে ব্যক্তি শিরকের সাথে আপোষ করে নেয়, যে ব্যক্তি তাহিদের ব্যাপারে ছাড় দেয় সেই সর্বাধিক ফিতনাগ্রস্থ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত।

.যার কাছে সাত আসমানের উপর থেকে ওহী নাযিল হত তিনি ﷺ বলেছেন –

সালামাহ বিন নুফাইল (রাঃ) রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তারা মিথ্যা বলছে! জিহাদ তো কেবল শুরু হয়েছে, আমার উম্মাতের একটি দল আল্লাহর পথে জিহাদ করতেই থাকবে। বরং আল্লাহ মানুষের মধ্য থেকে কারো কারো হৃদয়কে বক্র করে দিবেন যাতে তারা তাদের বিরদ্ধে লড়াই করতে পারে এবং এবং এই কিতাল থেকে তাদেরকে তিনি রিযক্ব দান করবেন যতক্ষণ না ক্বিয়ামাত কায়েম হয় এবং আল্লাহ্*র ওয়াদা এসে যায়। ঘোড়ার কপালে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত রহমত থাকবে (সুনান নাসায়ি, হাদিস নং ৩৫৬১ – সাহিহ)

.

জাবির ইবনে সামুরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

এই দ্বীন সর্বদা কায়েম থাকবে। মুসলমানের একটি দল এই দ্বীনের সংরক্ষণের জন্য ক্বিয়ামাত পর্যন্ত কিতাল (يُقَاتِلُ যুদ্ধ) করতে থাকবে। (সাহিহ মুসলিম; কিতাবুল ইমারাহ অধ্যায়, হাদিস নং ৪৭১৭, ই.ফা. ৪৮০০)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৪৭৪১

কোন ধরণের ফাসেককে জিহাদে নেয়া নিষেধ??

Ahmad Al-hindi

Member

০৫-২২-২০১৭

আমাদের সমাজে ব্যাপক প্রচলিত সংশয়গুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হলো- **ইসলাহে নফস ও আত্মশুদ্ধি ছাড়া জিহাদ করা যাবে না।**

এর পক্ষে যেসব খোঁড়া দলীল দিয়ে থাকে তার মধ্যে একটা হলো- উহুদের ময়দানে কয়েকজন সাহাবীর ভুলের কারণে সকলকেই বিপদের সম্মুখিন হতে হয়েছে। যার ইসলাহে নফস হয়নি তাকে জিহাদে নিলেও তার কারণে সকলের বিপদে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

নিরসন:

শরীয়ত সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরয করেছে। ফাসেকের উপর জিহাদ ফরয নয় এমন কোন কথা শরীয়তে নেই। কুরআন হাদিসে বরং ফাসেক ও গুনাহগার ব্যক্তিকে জিহাদে গিয়ে নিজের গুনাহ মাফ করানোর প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। গুনাহ মাফের সহজ ত্বরীকা জিহাদ। যে ব্যক্তি শহীদ হলো তার সকল গুনাহ মাফ। এমনকি ঋণের গুনাহ পর্যন্ত মাফ করে দেয়া হবে। অতএব, ফাসেক ব্যক্তির গুনাহ মাফের জন্য জিহাদের চেয়ে উত্তম কোন পন্থা নেই।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

وَمَنْ كَانَ كَثِيرَ الذُّنُوبِ فَأَعْظَمُ دَوَائِهِ الْجِهَادُ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَغْفِرُ ذُنُوبَهُ كَمَا أَخْبَرَاللَّهُ فِي كِتَابِهِ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : يَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اهـ

“আর যে ব্যক্তি অত্যধিক পাপী তার সবচেয়ে বড় চিকিৎসা হচ্ছে জিহাদ। কেননা আল্লাহ্ তাআলা তার গোনাহ মাফ করে দেবেন। যেমনটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর কিতাবে তাঁর এ বাণীর মাধ্যমে জানিয়েছেন- **يَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ** ‘তিনি তোমাদের গোনাহ মাফ করে দেবেন’।” [মাজমুউল ফাতাওয়াঃ ২৮/৪২১]

কুরআন হাদিসে এ ব্যাপারে দলীল প্রমাণের কোন অভাব নেই। আমি বিস্তারিত দলীল প্রমাণের দিকে যাচ্ছি না।

কুরআন হাদিসের দিকে তাকালে একেবারে সুস্পষ্টই বুঝা যায় যে, শরীয়ত ফাসেকদেরকে জিহাদে যেতে নিষেধ করেনি, বরং উদ্বুদ্ধ করেছে। কারণ, ফাসেকের ফিসকের দ্বারা সে নিজে ক্ষতিগ্রস্থ হবে ঠিক কিন্তু তার জিহাদের দ্বারা ইসলাম টিকে থাকবে, মুসলমানরা রক্ষা পাবে। পক্ষান্তরে তাকে জিহাদে না নিয়ে জিহাদ বন্ধ করে দিলে তার চেয়ে জঘন্যরা তথা কাফেররা মুসলমানদের উপর চড়াও হয়ে বসবে। তারা ইসলাম ধ্বংস করবে। মুসলমানদের দ্বীন দুনিয়া সবই বরবাদ করে ছাড়বে। এর চেয়ে বরং ফাসেকদেরকে সাথে নিয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে সামর্থ্য মত ইসলাম টিকিয়ে রাখা এবং মুসলমানদেরকে হেফাযত করাই শ্রেয়। এ কারণেই শরীয়ত ফাসেক আমীরের সাথে মিলে জিহাদ করাকে ফরয করেছে।

আবু দাউদ শরীফে হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا

"নেককার বদকার সব ধরণের আমীরের সাথে মিলেই জিহাদ করা তোমাদের উপর ফরয।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২৫৩৫; বাবুন ফিল গাজবি মাআ আইম্মাতিল জাওর)

দারা কুতনীর রিওয়াতে এসেছে,

والجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا وإن عمل بالكبائر

"নেককার বদকার সব ধরণের আমীরের সাথে মিলেই জিহাদ করা তোমাদের উপর ফরয, যদিও সে কবীরা গুনাহকারী হয়ে থাকে।" (সুনানে দারা কুতনী, ২: ৪৩)

ফাসেক আমীরের সাথে মিলে জিহাদ করা শুধু ফরযই নয়, বরং আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ্ এর অন্যতম আকীদা ও মূলনীতি। ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বক্তব্যে বিষয়টি ফুঠে উঠবে ইনশাআল্লাহ।

শুধু তাই নয়, মুজাহিদ বাহিনীর সদস্যরা যদি চরম পর্যায়ের ফাসেকও হয় তবুও তাদেরকে সাথে নিয়ে জিহাদ করতে হবে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجر، فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وبأقوام لاخلاق لهم، كما أخبر النبي ﷺ، لأنه إذا لم يتفق الغزو إلا مع الأمراء الفجار، أو مع عسكر كثير الفجور، فأنه لابد من أحد أمرين: إما ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضررا في الدين والدنيا، وإما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل بذلك دفع الأفجرين، و إقامة أكثر شرائع الإسلام، وإن لم يمكن إقامة جميعها، فهذا هو الواجب في هذه الصورة، وكل ما أشبهها، بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه. اهـ

"এ কারণেই আহলে সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআহ্ এর মূলনীতিসমূহের মধ্য থেকে একটি মূলনীতি হচ্ছে- নেককার বদকার সকলের সাথে মিলেই জিহাদ করা। কেননা, আল্লাহ তাআলা এই দ্বীনকে সাহায্য করবেন পাপাচারি ব্যক্তির দ্বারা এবং এমন সম্প্রদায়ের দ্বারা (আখেরাতে) যাদের কোন প্রাপ্য নেই, যেমনটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন। কেননা, যখন পাপাচারি উমারা কিংবা অত্যধিক পাপাচারি সেনাবাহিনীর সাথে মিলে ছাড়া জিহাদ করা সম্ভব না হয়, তখন দুই বিষয়ের কোন একটা অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে: হয়তো জিহাদ তরক করতে হবে, যার পরিণতিতে দ্বীন দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রেই তাদের চেয়েও অধিক ক্ষতিকর অন্য সম্প্রদায় চড়াও হয়ে যাবে; নতুবা পাপাচারি আমীরের সাথে মিলে জিহাদ করতে হবে, যার ফলে অধিকতর পাপিষ্ঠদেরকে প্রতিহত করা এবং পূর্ণ শরীয়ত না হলেও শরীয়তের অধিকাংশ বিধান কায়েম করা সম্ভব হবে। এই সূরতে এবং এ জাতীয় অন্য সকল সূরতে এটিই ফরয। বরং খুলাফায়ে রাশিদীনের পর অনেক যুদ্ধ এভাবেই হয়েছে।" (মাজমুউল ফাতাওয়া, ২৮: ৫০৬-৫০৭)

ইমাম জাসসাস রহ. বলেন,

أن الجهاد واجب مع الفساق كوجوبه مع العدول، وسائر الآي الموجبة لفرض الجهاد لم يفرق بين فعله مع الفساق ومع العدول الصالحين، وأيضا فإن الفساق إذا جاهدوا فهم مطيعون في ذلك كما هم مطيعون لله في الصلاة والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام، وأيضا فإن الجهاد ضرب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو رأينا فاسقا يأمر بمعروف وينهى عن منكر كان علينا معاونته على ذلك، فكذلك الجهاد، فالله تعالى لم يخص بفرض الجهاد العدول دون الفساق، فإذا كان الفرض عليهم واحدا لم يختلف حكم الجهاد مع العدول، ومع الفساق .اهـ

"ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তিদের সাথে মিলে জিহাদ করা যেমন ফরয, ফাসেকদের সাথে মিলে জিহাদ করা তেমনি ফরয। যেসব আয়াত জিহাদ ফরয করেছে সেগুলোর কোনটিই ন্যায়পরায়ণ সৎ লোকদের সাথে মিলে জিহাদ করা এবং ফাসেকদের সাথে মিলে জিহাদ করার মাঝে পার্থ্যক্য করেনি। তাছাড়া ফাসেকরা যখন জিহাদ করছে তখন তারা এক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার ফরমাবরদার যেমন নামায, রোযা ও শরীয়তের অন্যান্য বিধি-বিধানের বেলায় ফরমাবরদার। এ ছাড়াও জিহাদ হচ্ছে আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের এক প্রকার। আমরা যদি ফাসেককে আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার করতে দেখি, তাহলে আমাদের উপর আবশ্যক হবে এতে তাকে সাহায্য করা। জিহাদও তেমনই। আল্লাহ তাআলা ফাসেকদেরকে বাদ দিয়ে শুধু নেককারদের উপর জিহাদ ফরয করেননি। সবার উপর যখন সমভাবেই ফরয, তখন নেককারদের সাথে মিলে জিহাদ করা আর ফাসেকদের সাথে মিলে জিহাদ করার বিধান ভিন্ন ভিন্ন হবে না।" (আহকামুল কুরআন, ৩: ১৫৪)

যেসব ফাসেককে জিহাদে নেয়া নিষেধ:

উপরোক্ত আলোচনা থেকে পরিষ্কার যে, ফাসেকদের উপর জিহাদ ফরয। তাদেরকে জিহাদের ফরয আদায়ের জন্য জিহাদ করতে হবে। নেককারদেরকেও ফাসেকদের সাথে মিলে জিহাদ করতে হবে। তবে যেসব ফাসেকের দ্বারা জিহাদের উপকার না হয়ে বরং ক্ষতি হবে তাদেরকে জিহাদে নিতে আল্লাহ তাআলা নিষেধ

করেছেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ (46) لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (47 (

(আর যদি তারা বের হওয়ার ইচ্ছা করত, তবে তার জন্য তারা সরঞ্জাম প্রস্তুত করত। কিন্তু আল্লাহ তাদের বের হওয়াকে অপছন্দ করলেন, ফলে তাদেরকে পিছিয়ে দিলেন, আর বলা হলো, 'বসে থাক তোমরা বসে থাকা লোকদের সাথে।'

যদি তারা তোমাদের সাথে বের হতো তবে তোমাদের মাঝে ফাসাদই বৃদ্ধি করতো এবং তোমাদের মাঝে ছুটোছুটি করতো তোমাদের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টির অনুসন্ধানে। আর তোমাদের মাঝে এমন লোকও রয়েছে যারা তাদের কথায় কান দেবে। আল্লাহ জালেমদের ব্যাপারে পূর্ণ অবগত আছেন।) (তাওবা, ৪৬-৪৭)

অতএব, যারা ফিতনা সৃষ্টি করবে এবং যাদের দ্বারা অন্য মুজাহিদরা বিভ্রান্ত হবে তাদেরকে জিহাদে নেয়া যাবে না।

কুরআন হাদিসের আলোকে আইম্মায়ে কেরাম কয়েক ধরণের লোককে জিহাদে নিতে নিষেধ করেছেন:

১. **المخذل** তথা এমন ব্যক্তি যে মুসলমানদের মাঝে কাফেরদের ভীতি সৃষ্টি করে। কাফেরদের শক্তি সামর্থ্যের কথা প্রচার করে করে এবং মুসলমানদেরকে দুর্বল বলে প্রচার করে তাদেরকে হীনমন্য করে তুলে।

২. **المرجف** তথা এমন ব্যক্তি যে মুসলমানদের মাঝে বিভিন্ন গুজব, মিথ্যা ও বানোয়াট সংবাদ এবং কথা-বার্তা প্রচার করে। যেমন- মুসলমানদের অমুক বাহিনী নিহত হয়ে গেছে, অমুক দিক থেকে তাদের বিরুদ্ধে শত্রদের অতিরিক্ত সহায়ক

বাহিনী এসে পৌঁছেছে, অমুক জায়গায় তাদের জন্য শত্রুদের গুপ্ত বাহিনী ওৎপেতে বসে আছে... ইত্যাদী মিথ্যা সংবাদ।

৩. **الخائن** তথা খিয়ানতকারী। যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করে। তাদের গোপন বিষয়াদি জেনে শত্রুদেরকে অবগত করে।

এই তিন প্রকার ফাসেককে জিহাদে নেয়া নিষেধ।

ইমাম নববী রহ. বলেন,

يمنع المخذل من الخروج في الجيش فإن خرج رده ... والمخذل من يخوف الناس بأن يقول عدونا كثير وخيولنا ضعيفة ولا طاقة لنا بهم ونحو ذلك وفي معناه المرجف والخائن فالمرجف من يكثر الأراجيف بأن يقول قتلت سرية كذا أو لحقهم مدد للعدو من جهة كذا أو لهم كمين في موضع كذا والخائن من يتجسس لهم ويطلعهم على العورات بالمكاتبة والمراسلة. اهـ

" **المخذل** কে সেনাবাহিনীর সাথে বের হতে হতে দেয়া হবে না। বের হয়ে গেলে তাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। ... **المخذل** হচ্ছে যে ব্যক্তি লোকজনের মাঝে ভীতির সৃষ্টি করে। যেমন বলে- শত্রু অনেক; আমাদের ঘোড়াগুলো দুর্বল; তাদের সাথে পেরে উঠার শক্তি আমাদের নেই- ইত্যাদী। এ ব্যক্তির মতোই হচ্ছে **المرجف** এবং **الخائن- المرجف** হচ্ছে যে ব্যক্তি প্রচুর গুজব রটায়। যেমন বলে- অমুক বাহিনী নিহত হয়ে গেছে; অমুক দিক থেকে তাদের বিরুদ্ধে শত্রদের অতিরিক্ত সহায়ক বাহিনী এসে পৌঁছেছে; অমুক জায়গায় তাদের জন্য শত্রুদের গুপ্ত বাহিনী ওৎপেতে বসে আছে। আর **الخائن** হচ্ছে যে ব্যক্তি শত্রু পক্ষের গোয়েন্দা হয়ে কাজ করে। চিঠি মারফত বা লোক মারফত গোপন বিষয়াদি তাদেরকে অবগত করে।" (রওজাতুত ত্বলিবীন, ৭: ৪৪২)

আবু ইসহাক সিরাজী রহ. (মৃত্যু ৪৭৬হি.) বলেন,

وإذا أراد الخروج عرض الجيش ولا يأذن لمخذل ولا لمن يعاون الكفار بالمكاتبة لقوله عزوجل (لو خرجوا فيكم ما زادوا كم إلا خبالا ولاوضعواخلالكم يبغونكم الفتنة) قيل في التفسير لاوقعوا بينكم الاختلاف، وقيل لا شرعوا في تفريق جمعكم، ولان في حضورهم إضرار بالمسلمين. اهـ

"যখন রওয়ানা হওয়ার ইচ্ছা করবে তখন সেনাবাহিনীর প্রদর্শনী নেবে। কোন **مخذل** কে সাথে যেতে অনুমতি দেবে না। যে চিঠি মারফত কাফেরদেরকে সহায়তা করবে তাকেও না। আর তা আল্লাহ তাআলার এই বাণীর কারণে –

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ

(যদি তারা তোমাদের সাথে বের হতো তবে তোমাদের মাঝে ফাসাদই বৃদ্ধি করতো এবং তোমাদের মাঝে ছুটোছুটি করতো তোমাদের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টির অনুসন্ধানে।) এর ব্যাখ্যায় বলা হয়, 'তোমাদের মাঝে মতবিরোধ সৃষ্টি করতো।' এও বলা হয় যে, 'তোমাদের জামাআতকে চীন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলার প্রয়াস চালাতো।' তাছাড়া এদের উপস্থিতির কারণে মুসলমানদের ক্ষতি হবে।" (আল-মুহাযযাব, ৫: ২৩৮)

সারকথা- যার দ্বারা জিহাদের ক্ষতি হবে তাকে নেয়া যাবে না; এছাড়া বাকিদেরকে নেয়া হবে।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৬৮৬০

হিন্দুদের বাড়ি-ঘর মুসলমানদের চেয়ে উঁচু হতে পারবে না!!

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৬-০২-২০১৭

ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী হিন্দু ও অন্যান্য কাফেরদের বাড়ি-ঘর মুসলমানদের চেয়ে উঁচু হতে পারবে না। কেননা, কাফেরদের পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র বৈধ সূরত হচ্ছে জিযিয়া-কর দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের অধিনস্থ হয়ে নিম্ন শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে অপমান ও লাঞ্ছনার সাথে বসবাস করা। যেমনটা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

(তোমরা কিতাল কর আহলে কিতাবের সেসব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম করে না এবং সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না; যতক্ষণ না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করে।) (তাওবা ২৯)

আয়াতে শুধু আহলে কিতাবের কথা উল্লেখ করা হলেও আয়াতের হুকুম আহলে কিতাব সহ অন্যান্য কাফেরদের ব্যাপারেও প্রযোজ্য।

অতএব, দারুল ইসলামে যিম্মিদেরকে নত হয়ে নিম্ন শ্রেণীর লোক হিসেবে থাকতে হবে। তাদের পোষাকাশাক, চাল-চলন, বাড়ি-ঘর সব কিছুর মাঝেই ফুটে উঠতে হবে যে, তারা নিম্ন শ্রেণীর। কোন দিক থেকেই তারা মুসলমানদের সমান হতে পারবে না কিংবা অগ্রে বেড়ে যেতে পারবে না। এই মূলনীতি অনুযায়ী তাদের বাড়ি-ঘর মুসলমানদের বাড়ি-ঘরের তুলনায় উঁচু হতে পারবে না। কারণ, তাদের বাড়ি উঁচু হওয়াটা তাদের সম্মান আর মুসলমানের অসম্মান বুঝায়। অথচ দারুল ইসলামে তাদেরকে থাকতে হলে মুসলমানদের সামনে সকল দিক থেকে নত হয়ে থাকতে হবে।

এমনকি পাশের মুসলমান যদি তাদেরকে উঁচু বাড়ি বানানোর অনুমতিও দেয় তবুও তাদের জন্য উঁচু বাড়ি বানানোর অনুমতি হবে না। কারণ, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে অপমানের রাখার আদেশ দিয়েছেন। কাজেই তাদের বাড়ি উঁচু হওয়া আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নিষেধ। কোন মুসলমানের অধিকার নেই আল্লাহ তাআলা যা নিষেধ করেছেন তার বৈধতা দিয়ে দেবে।

নিষেধ করে দেয়ার পরও যদি কোন যিম্মি কাফের মুসলমানদের চেয়ে উঁচু বাড়ি বানায় তাহলে তাকে হত্যা করে দেয়া হবে। কারণ, তার বেঁচে থাকার অধিকার ততক্ষণ বহাল থাকবে যতক্ষণ সে মুসলমানদের সামনে নত হয়ে থাকে। কোন দিকে থেকে মুসলমানদের উপর বাড়াবাড়ি করলেই তার বেঁচে থাকার অধিকার শেষ। তাকে হত্যা করে দিতে হবে।

[বিস্তারিত দেখুন: ফাতাওয়া শামী; কিতাবুল জিহাদ; বাবুল উশরী ওয়াল খারাজী ওয়াল জিযইয়া।]

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৬৯৯৪

অমুসলিমেরা যদি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানায় তখন এর প্রত্যুত্তর দেওয়া যাবে কি?

s_forayeji

Moderator

১২-২৭-২০১৭

প্রশ্ন: অমুসলিমরা যখন আমাকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলে, 'শুভ নববর্ষ', কিংবা বলে 'শুভ কামনা' তখন প্রত্যুত্তরে তাদেরকে 'আপনাদের জন্যেও অনুরূপ' বলা কি জায়েয হবে?

আলহামদুলিল্লাহ।

খ্রিস্টমাস (ইংরেজী নববর্ষ) কিংবা অন্য কোন বিধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে কাফেরদেরকে শুভেচ্ছা জানানো জায়েয নয়। অনুরূপভাবে তারা যদি এসব উৎসব উপলক্ষে আমাদেরকে শুভেচ্ছা জানায় সেসব শুভেচ্ছার জবাব দেয়াও আমাদের জন্য জায়েয নয়। কেননা আমাদের ধর্মে এসব দিবসের বিধান নেই। তাদের শুভেচ্ছার প্রত্যুত্তর দেয়ার মধ্যে এসব উৎসবের প্রতি অনুমোদন ও স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। মুসলিমের কর্তব্য হচ্ছে নিজ ধর্ম নিয়ে গর্ববোধ করা, ধর্মীয় বিধান নিয়ে গৌরব করা, অন্যদেরকে দাওয়াত দেয়া ও আল্লাহর ধর্ম প্রচার করার ক্ষেত্রে সচেষ্ট থাকা।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়: খ্রিস্টমাস উপলক্ষে কাফেরদেরকে শুভেচ্ছা জানানোর বিধান কী? তারা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলে আমরা কিভাবে এর জবাব দিব? এ উৎসব উপলক্ষে তারা যে অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করে সেসব অনুষ্ঠানে যাওয়া কি জায়েয? কেউ যদি উল্লেখিত বিষয়গুলোর কোন একটি উদ্দেশ্যমূলকভাবে নয়; বরং ভদ্রতা দেখাতে গিয়ে কিংবা লজ্জাবোধ থেকে কিংবা জড়তা থেকে কিংবা এ ধরণের অন্য যে কোন কারণে করে ফেলে সে কি গুনাহগার হবে? এ উপলক্ষকে কেন্দ্র করে তাদের মত রূপ ধারণ করা জায়েয হবে কি?

উত্তরে তিনি বলেন: খ্রিস্টমাস (বড়দিন) কিংবা অন্যকোন বিধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে কাফেরদেরকে শুভেচ্ছা জানানো আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) তাঁর 'আহকামু আহলিয যিম্মাহ' নামক গ্রন্থে এ বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন: "কোন কুফরী আচারানুষ্ঠান উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানানো সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। যেমন- তাদের উৎসব ও উপবাস পালন উপলক্ষে বলা যে, 'তোমাদের উৎসব শুভ হোক' কিংবা 'তোমার উৎসব উপভোগ্য হোক' কিংবা এ জাতীয় অন্য কোন কথা। যদি এ শুভেচ্ছাজ্ঞাপন করা কুফরীর পর্যায়ে নাও পৌঁছে; তবে এটি হারামের অন্তর্ভুক্ত। এ শুভেচ্ছা ক্রুশকে সেজদা দেয়ার কারণে কাউকে অভিনন্দন জানানোর পর্যায়ভুক্ত। বরং আল্লাহর কাছে এটি আরও বেশি জঘন্য গুনাহ। এটি মদ্যপান, হত্যা ও যিনা ইত্যাদির মত অপরাধের জন্য কাউকে অভিনন্দন জানানোর চেয়ে মারাত্মক। যাদের কাছে ইসলামের যথাযথ মর্যাদা নেই তাদের অনেকে এ গুনাতে লিপ্ত হয়ে পড়ে; অথচ তারা এ গুনাহের কদর্যতা উপলব্ধি করে না। যে ব্যক্তি কোন গুনার কাজ কিংবা বিদআত কিংবা কুফরী কর্মের প্রেক্ষিতে কাউকে অভিনন্দন জানায় সে নিজেকে আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির সম্মুখীন করে।"[উদ্ধৃতি সমাপ্ত]

কাফেরদের উৎসব উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানানো হারাম ও এত জঘন্য গুনাহ (যেমনটি ইবনুল কাইয়্যেম এর ভাষ্যে এসেছে) হওয়ার কারণ হলো- এ শুভেচ্ছা জানানোর মধ্যে কুফরী আচারানুষ্ঠানের প্রতি স্বীকৃতি ও অন্য ব্যক্তির পালনকৃত কুফরী কর্মের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ পায়। যদিও ব্যক্তি নিজে এ কুফরী করতে রাজী না হয়। কিন্তু, কোন মুসলিমের জন্য কুফরী আচারানুষ্ঠানের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করা কিংবা এ উপলক্ষে অন্যকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হারাম। কেননা আল্লাহ তাআলা কুফরীর প্রতি সন্তুষ্ট নন।

তিনি বলেন: "যদি তোমরা কুফরী কর তবে (জেনে রাখ) আল্লাহ্* তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। আর তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য কুফরী পছন্দ করেন না। এবং যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও; তবে (জেনে রাখ) তিনি তোমাদের জন্য সেটাই পছন্দ করেন।"[সূরা যুমার, আয়াত: ৭]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম, আর

তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।"[সূরা মায়েদা, আয়াত: ৩]

অতএব, কুফরী উৎসব উপলক্ষে বিধর্মীদেরকে শুভেচ্ছা জানানো হারাম; চাই তারা সহকর্মী হোক কিংবা অন্য কোন লোক হোক।

আর বিধর্মীরা যদি আমাদেরকে তাদের উৎসব উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানায় আমরা এর উত্তর দিব না। কারণ সেটা আমাদের ঈদ-উৎসব নয়। আর যেহেতু এসব উৎসবের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট নন। আর যেহেতু আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমস্ত মানবজাতির কাছে ইসলাম ধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন, যে ধর্মের মাধ্যমে পূর্বের সকল ধর্মকে রহিত করে দেয়া হয়েছে; হোক এসব উৎসব সংশ্লিষ্ট ধর্মে অনুমোদনহীন নব-সংযোজন কিংবা অনুমোদিত (সবই রহিত)। আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো তার পক্ষ থেকে কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।"[সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ৮৫]

কোন মুসলমানের এমন উৎসবের দাওয়াত কবুল করা হারাম। কেননা এটি তাদেরকে শুভেচ্ছা জানানোর চেয়ে জঘন্য। কারণ এতে করে দাওয়াতকৃত কুফরী অনুষ্ঠানে তাদের সাথে অংশ গ্রহণ করা হয়।

অনুরূপভাবে এ উপলক্ষকে কেন্দ্র করে কাফেরদের মত অনুষ্ঠান করা, উপহার বিনিময় করা, মিষ্টান্ন বিতরণ করা, খাবার-দাবার আদান-প্রদান করা, ছুটি ভোগ করা ইত্যাদি মুসলমানদের জন্য হারাম। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করে সে তাদের-ই দলভুক্ত"। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া তাঁর লিখিত 'ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকিম' গ্রন্থে বলেন: "তাদের কোন উৎসব উপলক্ষে তাদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করলে এ বাতিল কর্মের পক্ষে তারা মানসিক প্রশান্তি পায়। এর মাধ্যমে তারা নানাবিধ সুযোগ গ্রহণ করা ও দুর্বলদেরকে বেইজ্জত করার সম্ভাবনা তৈরী হয়।"[উদ্ধৃতি সমাপ্ত]

যে ব্যক্তি এমন কোন কাজে লিপ্ত হয়েছে সে গুনাহ করেছে; সেটা যে কারণেই করুক না কেন: ভদ্রতার খাতিরে, কিংবা সম্প্রীতি থেকে কিংবা লজ্জা থেকে কিংবা অন্য যে কারণেই করুক না কেন। কারণ এটি আল্লাহর দ্বীনের ক্ষেত্রে

আপোষকামিতা। এবং এটি বিধর্মীদের মনোবল শক্ত করা ও স্ব-ধর্ম নিয়ে তাদের গর্ববোধ তৈরী করার কারণের অন্তর্ভুক্ত।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন মুসলমানদেরকে ধর্মীয়ভাবে শক্তিশালী করেন, ধর্মের ওপর অবিচল রাখেন এবং শত্রুর বিরুদ্ধে তাদেরকে বিজয়ী করেন। নিশ্চয় তিনি শক্তিশালী ও পরাক্রমশালী।[মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িলিস শাইখ ইবনে উছাইমীন ৩/৪৪]

আল্লাহই ভাল জানেন।

[আর যদি শুধু মাত্র বড়দিন/ক্রিসমাস এ আপনার জন্যও অনুরুপ/হ্যাপি ক্রিসমাস এতটুকুও বলা হারাম হয়ে থাকে এমন কি যে জিনা-ব্যাভিচার করলো তাকে অভিবাদন জানানোর চেয়েও নিকৃষ্ট হয়, তাহলে যে নিজে ক্রিসমাস পালন করলো তার জন্য কি! আল্লাহ আমাদের সহিহ বুঝ দান করুন এবং আমলের তাউফিক নসিব করুন]

সৌজন্যেঃ https://islamqa.info/bn/৬৯৮১১

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৮৫৫৪